দৈনিক
# ইনকিলাব

13 MAY 2003
পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

## মাদ্রাসা ছাত্রদের বিসিএসে অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করুন

মাদ্রাসা থেকে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীপ্রাপ্ত ছাত্রদের বিসিএস পরীক্ষায়
অংশগ্রহণ করতে দেয়ার দাবী জানানো হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে। এই দাবী শুধু
মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের নয়, দেশপ্রেমিক, সচেতন ও শিক্ষানুরাগী সকল
মহলেরও। এর কারণ, অজ্ঞতাবশত কিংবা ইসলামবিরোধী উদ্দেশ্য থেকে
ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা এবং অপপ্রচার চালানো হলেও বাস্তবে মাদ্রাসা
শিক্ষায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পর্যায়ক্রমিক সংশোধন ও
সংযোজনের মাধ্যমে এর সিলেবাসকে যুগোপযোগী ও প্রচলিত সাধারণ
শিক্ষার সমমানসম্পন্ন করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে,
যাতে মাদ্রাসায় শিক্ষিতরা কোনো ক্ষেত্রে পিছিয়ে না থাকে এবং প্রশাসন,
কূটনীতি ও শিল্প-বাণিজ্যসহ জাতীয় জীবনের সকল শাখায় সুফলপ্রসূ
অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ও লজ্জাকর তথ্য হলো,
দেশে এখনো বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে যাওয়া অন্যায় ও অযৌক্তিক
নিষেধাজ্ঞার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা হয়েছে। আর সে কারণে ৯০ ভাগ
মুসলমানের দেশেও মাদ্রাসার উচ্চ শিক্ষিতরা বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণ
করার এবং তার মাধ্যমে ক্যাডার তথা সরকারী চাকরিতে যোগ দেয়ার
সুযোগ পাচ্ছে না। এ নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমল থেকে প্রতিবাদী
আন্দোলন গড়ে উঠেছে, স্বাধীনতার পর তা আরো জোরদার হয়েছে। আশার
কথা, চারদলীয় জোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর সরকার বিষয়টিকে গুরুত্বের
সঙ্গে বিবেচনায় নিয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত
আগ্রহে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ প্রণয়নের
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সরকার ১৯৭৮ সালের মাদ্রাসা শিক্ষা
অধ্যাদেশ সংশোধন করে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরো যুগোপযোগী করার
পদক্ষেপ নিয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে পাবলিক সার্ভিস
কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ফাজিলকে ডিগ্রীর ও কামিলকে মাস্টার্সের
সমমানে উন্নীত করা এবং এ দুটি ডিগ্রী অর্জনকারীদের বিসিএস পরীক্ষায়
অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে জানা
গেছে, মন্ত্রিসভা কমিটি গত ৭ মে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছে। এর
পরদিন পিএসসি জাতীয় সংসদে যে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করেছে, তার
মধ্যেও ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীধারীদের বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের
সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য,
ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন গঠিত একটি কমিটি ফাজিলকে ডিগ্রীর
ও কামিলকে মাস্টার্সের সমমানে উন্নীত করার লক্ষ্যে সিলেবাস সংশোধনের
সুপারিশ করেছিল।

উপরে উল্লেখিত তথ্যসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, মাদ্রাসা ছাত্রদের বিসিএস
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের প্রশ্নে বর্তমান জোট সরকারের আমলে আশান্বিত
হওয়ার মতো অগ্রগতি ঘটেছে, যথেষ্ট সম্ভাবনারও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু
একযোগে এসেছে বিরোধিতাও– ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার তথা
বাংলাদেশের অস্তিত্ববিরোধী হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ মহল ইতোমধ্যে হৈ-চৈ
শুরু করেছে, যাতে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীধারীরা বিসিএস পরীক্ষায়
অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে। আমরা এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে
তীব্র নিন্দা জানাই এবং অতীত বক্তব্যের সূত্র ধরে মনে করি, মাদ্রাসার
ছাত্রদের জন্যও বিসিএসসহ সকল সরকারী পরীক্ষা ও চাকরির দরজা খুলে
দেয়া দরকার। এ ব্যাপারে জোট সরকারের পালনীয় দায়িত্বের কথা স্মরণ
করিয়ে দেয়ার নিশ্চয়ই প্রয়োজন পড়ে না। সরকারকে অবশ্যই অজ্ঞতা ও
ভ্রান্ত ধারণার অশুভ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে হবে এবং ইসলামবিরোধী
সাম্রাজ্যবাদের চাপিয়ে যাওয়া নিষেধাজ্ঞা বাতিল করতে হবে। বিভিন্ন পর্যায়ে
এ পর্যন্ত গৃহীত পদক্ষেপের জন্য সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে
আমরা আশা করতে চাই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও
পাবলিক সার্ভিস কমিশনসহ দায়িত্বশীল সংস্থাসমূহের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত
সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য জরুরী ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেয়া হবে। এ
উদ্দেশ্যে প্রথমে ফাজিলকে ডিগ্রীর ও কামিলকে মাস্টার্সের সমমানে উন্নীত
করা দরকার, যাতে এ দু'টি ডিগ্রী অর্জনকারীরা বিসিএস পরীক্ষায়
অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। আমরা বলেছি এবং একথাই সত্য যে, মাদ্রাসা
শিক্ষাকে ইতোমধ্যে যুগোপযোগী করা হয়েছে। সুতরাং মাদ্রাসা
ছাত্রদেরকেও সুযোগবঞ্চিত রাখার কোনো কারণ থাকতে পারে না।
আমাদের বিশ্বাস, জোট সরকারের উদ্যোগে বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের
সুযোগ পেলে ফাজিল ও কামিল ডিগ্রীধারীরা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে
অত্যন্ত মূল্যবান ও সুফলপ্রসূ অবদান রাখবে। বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বলা
দরকার, সে শিক্ষা ও যোগ্যতা তাদের রয়েছে।